সংবাদ

দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি মেটাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকল্প নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সর্বত্রই দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি রয়েছে। দক্ষতার এই ব্যাপক ঘাটতি মোকাবিলা করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ে ও ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুণগত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং নানামুখী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে ৩৪ শতাংশের বেশি জনগোষ্ঠী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নেয়। অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেরিয়া, জাপান, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পোল্যান্ডের দেশগুলোতে এ শিক্ষা ৪০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন মডিউল, শিল্পে উচ্চ প্রযুক্তির সরঞ্জাম ও পদ্ধতির ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের ফলে ওইসব দেশে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা বেড়ে গেছে। এজন্য জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা ও প্রায়োগিক দক্ষতার সমন্বয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

গতকাল কাকরাইলের আইডিইবি ভবনে 'ভবিষ্যৎ কর্মবিশ্বের জন্য দক্ষতা আর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য টিভিইটি' শীর্ষক তিনব্যাপী সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ এ কথা জানানো হয়। কনফারেন্স স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ও আইডিইবি'র সভাপতি একেএম আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে সিপিএসসি'র মহাপরিচালক ড. লামহরি লামচি, কনফারেন্স স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সচিব ও আইডিইবি'র সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুলাই তিন দিনব্যাপী স্কিল দক্ষ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

দক্ষ : মানবসম্পদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ফর দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক অ্যান্ড টিভিইটি ফর গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) ও কলম্বো প্লান স্টাফ কলেজ (সিপিএসসি), ম্যানিলার যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ জুলাই সকাল ১১টায় ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি ও সিপিএসসি'র মহাপরিচালক ড. লামহরি লামচি। ইতিমধ্যে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, ভারত, আফগানিস্তান, ভুটান, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, তুরস্কের ৫০ জন প্রতিনিধি ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন।

আইডিইবি'র সভাপতি একেএম আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের সর্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা ঘাটতি ভয়াবহ। ফলে জাতীয় উন্নয়ন- উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও গতি ব্যাহত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের ও বিশ্ব কর্মব্যবস্থায় চলমান ও আগামীর দক্ষতা ঘাটতি মোকাবেলায় এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষায় টিকে থাকতে এখনই সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে টেকনিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রয়োজনে টেকনিক্যাল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সিপিএসসি'র মহাপরিচালক ড. লামহরি লামচি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সাউথ এশিয়ার সার্কভুক্ত ৫টি দেশে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও বাংলাদেশ। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে বেশি দক্ষমানব সম্পদ রয়েছে। আর নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের লোকেদের টেকনিক্যাল দক্ষতা কম। বাংলাদেশ গত ৫ বছরে ভালো করেছে। তবে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে যেতে হলে দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে। এছাড়া উন্নত দেশগুলোতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর আমাদের এই উপ-আঞ্চলিক দেশগুলোতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। যা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে জনগণকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।